দৈনিক ইনকিলাব

৭

তারিখ 22 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

২৫

শিক্ষাঙ্গন

গ্রামীণ শিক্ষার পরিবেশ

আমাদের দেশের বেশীরভাগ গ্রামই অনুন্নত ও দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। গ্রামের মানুষ নানারকম কুসংস্কার, জড়তা ও অন্ধ বিশ্বাসে আবদ্ধ থাকার কারণে নিজেদের উন্নতি নিজেরা খুব সহজে সাধন করতে পারছে না। শিক্ষাই একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে পারে—একথা আমরা জানি। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিটি মানুষেরই আছে। শিক্ষার আলোর প্রভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করা সহজ হয়ে থাকে। একটি শিক্ষিত মানুষ যেমন নিজের ভালো-মন্দ বুঝার মতো যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা রাখতে পারে; একটি অশিক্ষিত মানুষ কিন্তু খুব সহজে তা পারে না। তাই আমাদের গ্রামগুলোতে শোচনীয় অবস্থার দুঃখজনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শহরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ও শিক্ষার হার বেশী।

পাশাপাশি গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম। এর কারণ হিসেবে প্রধানত গ্রামীণ পরিবেশকেই দায়ী করা চলে। গ্রামীণ শিক্ষার পরিবেশ সবসময় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার অনুকূল নয়। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি বেশী। অভিভাবকরা মেয়েদেরকে বেশীদূর লেখাপড়া শিক্ষা দেয়াটাকে গুরুত্বসহকারে দেখেন না। এ কারণে যে সামান্য শিক্ষা তারা পেয়ে থাকে তা ব্যক্তি জীবনে কোন কাজে লাগে না। বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, যাতায়াত সমস্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ যেমন কোন কোন বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বেঞ্চের অভাবে দাঁড়িয়ে ক্লাস করা, শিক্ষাদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় না থাকার কারণে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্কুল পালানোর প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। শিক্ষার যথার্থ বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সুষ্ঠু সুচেতন দৃষ্টিভংগী আবশ্যক। অথচ দারিদ্র্যের কারণ ছাড়াও আরো বহুবিধ নানা কারণে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয় না। তাই গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বাগ্রে মানুষের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করতে হবে, সেই সাথে পরিবেশের উন্নতি করতে হবে।

—ফাহীম নাজ

মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্যা

আজ থেকে ১শ' বছর আগে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মৌলভীবাজার জেলার ভালো স্কুলগুলোর মধ্যে এ স্কুলটি অন্যতম। এসএসসি পরীক্ষায় বরাবরই এ স্কুল ভালো রেজাল্ট করে আসছে। প্রতিবছরই ১৫ থেকে ২০ জন একাধিক লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।

বর্তমানে এ স্কুলে প্রায় ৮শ' ছাত্র অধ্যয়ন করছে। ছাত্রদের তুলনায় শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা কম থাকায় ছাত্রদের বিভিন্ন দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে ক্লাস করতে হয়। শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা না থাকায় গরমের দিনে ছাত্রদের কষ্টের সীমা থাকে না। বিদ্যালয়ের অনেক দরজা-জানালার জরাজীর্ণ দশা। ছাত্রদের কোন মিলনায়তন নেই। নামসর্বস্ব একটি পাঠাগার আছে। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত বই নেই। এমনকি পাঠাগারের জন্য কোন লাইব্রেরিয়ানও নেই। একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে এ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতিও অপ্রতুল। এছাড়া বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটও রয়েছে।

অপরদিকে বিদ্যালয়ে ১ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক, ১ জন শিক্ষক ও ১ জন অফিস সহকারীর পদ দীর্ঘদিন যাবত খালি পড়ে আছে। বর্তমানে একজন শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক স্কুলের অফিস ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে উক্ত ভবনে ঝুঁকি নিয়ে অফিসের কাজকর্ম চলছে। উল্লেখ্য, ব্যবহার অনুপযোগী এ অফিস ভবনের একটি কক্ষে ছাত্রদের ক্লাস করতে হয়। যে কোন মুহূর্তে এ ভবনের ছাদ ধসে যেতে পারে। বিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট প্রায় ২ বছর পূর্বে একটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এ ভবনের নির্মাণ কাজ মাঝপথে এসে বন্ধ হয়ে আছে। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে মৌলভীবাজার জেলা সদরে অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা দূর করণার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এটাই অভিজ্ঞ মহল আশা করেন।

—নুরুল ইসলাম শেফুন